দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG 3 1 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চিঠিপত্র

সম্পাদক দায়ী নন

পরীক্ষায় নকল রোধের উপায় কি

'সংবাদ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ৮ কলাম হেডলাইন "এইচএসসি : পরীক্ষার ফল প্রকাশ" (১২ই ভাদ্র ১৪০৬) এবং মেধা তালিকায় ভাগ্যবান পরীক্ষার্থীর প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দঘন মুহূর্তের রঙিন ছবি- এক অ-ঘটনা রটনা করতে ব্যর্থ প্রয়াস। রাতে টেলিভিশনে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের অধিনায়কত্বে বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান এবং কন্ট্রোলারদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ফল প্রকাশের দলিল হস্তান্তর এবং অল্পদিনেই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সফলকাম মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে অতীতের গণধিকৃত খলনায়কের অনুসরণে সংবর্ধনা এবং পুরস্কার প্রদান। অথচ সংবাদ হওয়া উচিত ছিল ভাগ্যহত ২৬৬৫২৪ জন অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা যাদের মর্মস্পর্শী কাহিনী আর ছাপা হবে না।

আগেরদিন ঘটা করে বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি, প্রতিকার ও প্রতিরোধ শীর্ষক কর্মশালা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে এইরূপ আর একটি কর্মশালা কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞ শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০১ সাল হইতে গ্রেড পদ্ধতিতে পরীক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো নির্মাণের কথা বলেছেন যা কেবল শিক্ষকরাই সৃষ্টি করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে শিক্ষাঙ্গনই বেকার শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থানের প্রশস্ত ক্ষেত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহই নিজেদের শিক্ষিত শ্রেণীকে নিজেরাই নিয়োজিত করে থাকে।

যেকোন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকেন কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় তারা ঠুটো জগন্নাথ। বহমান বাজার ব্যবস্থায় শিক্ষা একটি পণ্যে পর্যবাসিত হয়েছে; যার ফলে সুযোগ্য ছাত্ররা শিক্ষা ব্যবসায়ীদের নিকট হতে বিরাট অঙ্কের বিনিময়ে নকল করার যাবতীয় সরঞ্জাম ক্রয় করে ৯০ শতাংশ নম্বরের নিশ্চয়তা বিধান করছে। সংবাদ এক উপসম্পাদকীয়তে (৮ই ভাদ্র ১৪০৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তার নির্দেশে বজ্রকঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করে একজন ছাত্রের নকল করার সকল বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। জনৈক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে দার্শনিকের মত বলেছিলেন ওটা তেমন কিছুই না, ওরকম প্রায়ই হয়। একজন শিক্ষকের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার জন্যই এ কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছিল।

প্রখ্যাত সাংবাদিক এবিএম মুসা পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সমরাস্ত্র সজ্জিত ট্যাংকের সমভিব্যাহারে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পূর্বাভাষ দিয়েছেন। আর একজন ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষা অন্যত্র অনুষ্ঠানের প্রয়োজনবোধ করেছেন। আমি মনে করি সকল পরীক্ষা কেন্দ্র যেখানে সংঘবদ্ধভাবে নকল করা হয়, অবিলম্বে বাতিল করে যে স্কুলের ছাত্র সেই স্কুলের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা উচিত, কোন প্রকার পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই। এ প্রক্রিয়ায় ছাত্র শিক্ষক উভয়েই দায়িত্বশীল হতে আগ্রহী হবে। পরীক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধান থানা পর্যায়ে স্থানান্তরিত হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ থানা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে না। এসএসসি, এইচএসসি সার্টিফিকেট, মার্কশিট থানা পরিষদের কর্তৃত্বে প্রচলিত হতো। থানা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ভুয়া মার্কশিট সার্টিফিকেট বহুলাংশে লোপ পাবে। স্থানীয় পরিষদের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

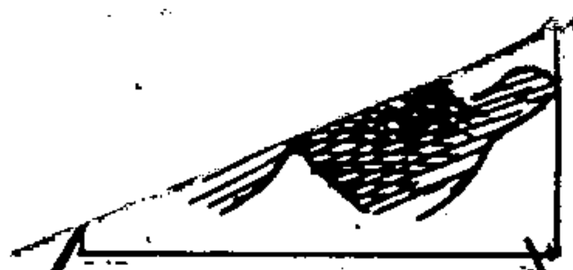

নকলরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বর্তমানে সম্ভবপর নহে। সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস দেশ পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র যদি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয় তাহলে সিলেবাসের সঙ্গে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি সম্বলিত বই প্রকাশ করে তারই ভিত্তিতে শ্রেণী কক্ষেই সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ভিত্তিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনায়াসেই পরীক্ষা নিতে পারেন। এতে শিক্ষকের মর্যাদা, পারস্পরিক আস্থা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে।

বোরহান উদ্দিন আহমদ
অবসরপ্রাপ্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকার